# রাবির স্বাস্থ্য বীমা সেবায় জটিলতা, আগ্রহ হারাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

রাবি প্রতিনিধি
৮ এপ্রিল ২০২৩ ০৯:৪৬ এএম |
আপডেট: ৮ এপ্রিল ২০২৩ ০৯:৪৬ এএম

1
Shares

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

advertisement

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার কথা চিন্তা করে গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) চালু হয়েছে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। এমন উদ্যোগ গ্রহণে প্রশংসিতও হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বছর না যেতেই নির্ধারিত সময়ে দাবি (ক্লেইম) নিষ্পত্তি না হওয়া নিয়ে অভিযোগ ওঠেছে। এমনকি বীমা দাবি করতে গিয়ে অনেকে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে জানা গেছে। ফলে সেবা গ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছেন বিশ্বিবদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বীমা দাবি (ক্লেইম) করার সাত দিনের মধ্যে কোম্পানি অর্থ পরিশোধ করার কথা বলেছে। কিন্তু মাস পেরোলেও সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। আবেদনে কোনো সমস্যা কিনা সেটারও কোনো নির্দেশনা জানা যাচ্ছে না। ফলে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন দাবি ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। তা ছাড়া এ সংক্রান্ত জটিলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দপ্তরে সঠিক পরামর্শ পাচ্ছে না তারা। এ ছাড়া অনেকের চুক্তির শর্ত কিংবা ক্লেইম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

advertisement

এই ব্যাপারে জেনিথ লাইফ ইন্সুইরেন্স কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট) আনোয়ার হোসেন বলেন, অনেক শিক্ষার্থী ত্রুটিপূর্ণ তথ্য দেওয়ায় দাবি (ক্লেইম) পরিশোধ করতে সময় লাগছে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত তিনটি প্রিমিয়াম দিয়েছে। প্রতিটি প্রিমিয়ামের সময় তিন মাস থাকে। প্রথমটা সঠিক সময়ে দিলেও পরের দুটি প্রিমিয়াম প্রায় শেষ পর্যায়ে দিয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের দাবি নিষ্পত্তি করতে সময় লাগছে।

তিনি আরও বলেন, চুক্তি শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয়ে সকল শিক্ষার্থী অবগত থাকা উচিত। কেননা চুক্তি বহির্ভূত সব দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই সুনির্দিষ্ট রোগের জন্য যথাযথ তথ্য সহকারে দাবি প্রদান করতে হবে।

advertisement

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দুই বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য বীমার চুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করে জেনিথ লাইফ ইন্সুইরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। বাৎসরিক ২৫০ টাকা প্রিমিয়ামে একজন শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে (৩ মাসে ৪ বার) ৮০ হাজার টাকা ও বহির্বিভাগে (একদিনের হলেও প্রযোজ্য) ২০ হাজার টাকা পাবেন। এ ছাড়া প্রতিমাসে একাধিকবার কনসালটেন্সি ফি, মেডিকেল ফি, প্যাথলজি ফি ইত্যাদি বাবদও এ অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বীমা চলাকালে মৃত্যু হলে সেই শিক্ষার্থী ২ লাখ টাকা পাবেন।

কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ মাসে তিনটা প্রিমিয়াম দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত বছর ৩০ জুনে প্রথম প্রিমিয়ামে ২৪ হাজার শিক্ষার্থীর অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৫ হাজার ২৫০ টাকা, ৮ ডিসেম্বর ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় প্রিমিয়াম ছিল ১৪ লাখ ৪৭ হাজার ৫'শ টাকা, ১৬ মার্চে ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর তৃতীয় প্রিমিয়াম ছিল ১৬ লাখ ৮৬ হাজার ৫'শ টাকা। এ পর্যন্ত মোট বীমা দাবি (ক্লেইম) পড়েছে ৭৩২ টা। যার মধ্যে দাবি পরিশোধ হয়েছে ৫৩০টা। যার অর্থের পরিমাণ ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৬৯১ টাকা। বীমার শর্ত বহির্ভূত হওয়ায় দাবি বাতিল হয়েছে ১৩৮টা। প্রক্রিয়াধীন ৬৪ টা দাবি রয়েছে। যার অর্থের পরিমাণ ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৫৭৪ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে বীমার বিষয়টি কেবল জানিয়ে দিয়েছেন। এতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এই সেবার গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করতে পারেনি। অনেকের চুক্তির শর্ত কিংবা ক্লেইম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে তারা আগ্রহ হারাচ্ছে এবং এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বীমা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং বিষয়গুলো তদারকির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সেল নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এই বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দপ্তর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রত্যেক বিভাগে একজন অফিস সহকারীকে শিক্ষার্থীদের এ সংক্রান্ত সমস্যা দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।

এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক অবায়দুর রহমান প্রামানিক বলেন, ‘সম্প্রতিই আমরা কোম্পানির সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি। সেখানে শিক্ষার্থীদের দাবি যথাযথ পরিশোধসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়ে কথা হয়েছে। এই সমস্যাগুলো এখন আর থাকবে না। ’

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এটা চালু হয়েছে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থী বীমা কার্যক্রম সম্পর্কে জানার এবং তা ব্যবহারের আহ্বান জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ।